পাঠক ফোরাম

কাজখেলাপি

সময় মতো দ্রুত কাজ না করে ইচ্ছাপূর্বক দিনের পর দিন করণীয় আবশ্যিক কাজ ফেলে রেখে যারা দেশে খেলাপি আচারের প্রবর্তন করেছেন তারা অতি নিন্দনীয় ও গর্হিত বলেই বিবেচিত হবেন। কাজখেলাপিরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের ও মানুষের যে ক্ষতি করে চলেছেন সে সম্পর্কে সকলের সজাগ হবার সময় এসেছে। যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ছাড়াই আজ দেশব্যাপী সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান সর্বত্র এ ব্যাধির সংক্রমণ ও প্রসার ঘটেছে। দেশবাসী এর থেকে পরিত্রাণ চায়। বেদনাসিক্ত ও তিক্ত হলেও এটা সত্য যে, আজকাল দেশে ওয়ার্ক কালচার বা কাজের কৃষ্টি অনুপস্থিত। বিনা কাজে কিংবা ছল-চাতুরী বা অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি নানারকম অসৎ কাজে অর্থ রোজগার করে অচিরে রাতারাতি ধনী হওয়ার প্রবণতা দেশের একটা অশুভ সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা-ভরসার মুখ্য শক্তি যে যুব সম্প্রদায় সেটাই আজ চরমভাবে কলুষিত, পঙ্কিল আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই বিশৃঙ্খল, দুঃসহ সামাজিক দুর্নীতির পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে আসার কি কোনো পথ খোলা নেই? এ প্রশ্ন আমার, আপনার সবার।

রফিকুল হোসেন
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা

কার্ড ফোন

প্রায় ষোল হাজার ছাত্রছাত্রী, চারশ' শিক্ষক ও কয়েক হাজার অফিসার কর্মচারী নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে হল ছাড়া বিভিন্ন অনুষদের কোথাও কোনো কার্ড ফোনের ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত কার্ড ফোনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করছি।

মোঃ আবুল কালাম আঃ রব হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আদমজী ও কয়েকটি প্রশ্ন

গত ৩০ জুন রাত দশটায় সাইরেন বাজানোর মধ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী আদমজী পাটকল। এক সময় এ পাটকল ছিলো লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের ক্রমাগত স্বার্থ চর্চায় এ প্রতিষ্ঠানের আজ এই করুণ পরিণতি। স্বাধীনতাত্তোর ত্রিশ বছর ধরে প্রতিটি সরকারই আদমজীকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছে। কোটিপতি হয়েছে আদমজীর সিবিএ নেতারা। আর এজন্য মূল্য দিকে হচ্ছে সাধারণ শ্রমিকদের, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মিলটিকে সচল রেখেছিল। আদমজীর করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষ আর কোটিপতি সিবিএ নেতাদের বিচার হোক, নেয়া হোক সম্পত্তির খতিয়ান।

বদরুল আলম, ওয়ারস্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা

রাতের রোগী

ঢাকায় গভীর রাতে মুমূর্ষু রোগী নিয়ে আপনজনেরা প্রায়ই বিপাকে পড়েন। রোগ যন্ত্রণায় রোগী যখন ছটফট করতে থাকেন তখন তাকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য সহজে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। নিজের গাড়িতে ধরাধরি করে উঠানো হলেও হাসপাতালে পৌঁছে শুনতে হয় এ রোগীকে এতো রাতে ভর্তি করা সম্ভব নয়। নিরুপায় আপনজনরা ছুটে যান একের পর এক হাসপাতালে, অবশেষে ভর্তি করতে রাজি হলেও পাওয়া যায় না স্ট্রেচার। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলে শোনা যায় ডাক্তার নেই। কিংবা দেখা যায়, ডাক্তার-নার্স নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর-১, ঢাকা

তাদের অভিনন্দন

বর্তমান ডাক্তারদের তেমন সুনাম নেই। সমাজে খুব কম লোকই আছেন– যারা ডাক্তারদের ভালো দিকটা দেখেন। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, খোদ ডাক্তাররাই তাদের খারাপ দিকগুলোকে খুব স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছেন। তাই এর মাঝে যখন কেউ ডাক্তারদের প্রশংসা করে, তখন সত্যিই অবাক হতে হয়। কিছুদিন আগে একুশে টিভিতে জয়পুরহাট জেলা হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থার ওপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রদর্শিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এতো সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি সরকারি হাসপাতাল বাংলাদেশের জন্য বিরল। এতো সুন্দর একটা হাসপাতালের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কেবল ডাক্তারদের সার্বিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার জন্য। জেলা সিভিল সার্জনের যোগ্য নেতৃত্বে, হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারীর সার্বিক সহযোগিতার জন্য আজকের এতোবড় এ প্রাপ্তি। নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝে থেকেও কেবলমাত্র আন্তরিকতা, টিমওয়ার্ক ও যোগ্য নেতৃত্বের ফলে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে। জয়পুরহাট জেলা হাসপাতালের সাফল্যে আসুন আমরা সবাই ওই হাসপাতালের সব ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।

ডাঃ ম. মুনীর
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

এ কেমন রাজনীতি

বিএনপি'র নব্য ও উদীয়মান সাংসদদের বাহবা দিতে হয়। সত্যি, এতো কম সময়ে তারা কতো উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছেন যে, অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো একজন সম্মানিত এবং বর্ষীয়ান ব্যক্তিত্ব, যিনি রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে আসীন ছিলেন তাকে অসম্মানজনকভাবে ক্ষমতা থেকে সরানোর ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য অর্জন করে ফেলেছেন। তাদের অমার্জনীয় ধৃষ্টতাকে সমর্থন জানিয়ে সাইফুর রহমান, অলি আহমেদ, নাজমুল হুদা, মান্নান ভুঁইয়া প্রমুখ বিজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ সংসদীয় সভায় আপত্তিকর ভাষায় যে বক্তব্য দিয়েছেন (ইত্তেফাক, ২২ জুন) তা কোনোমতেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। ভাবতে অবাক লাগে, এরাই ছিলেন বদরুদ্দোজা চৌধুরীর রাজনৈতিক সাথী, সহকর্মী। রাজনৈতিক হিংসার কি বিচিত্র গতি। স্বার্থে আঘাত লাগলেই চেনা মানুষ হয়ে যায় অচেনা। সবচেয়ে দুঃখজনক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও তার সাংসদদের অযৌক্তিক দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তাকে সরিয়ে দিতে সময় নিলেন না। স্বার্থের দ্বন্দ্ব আর ক্ষমতার দম্ভের কাছে মিথ্যা হয়ে গেল অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর এতোদিনের সুনাম, অবদান, অর্জন। সত্যি হয়ে গেল শুধু ঈর্ষার রাজনীতি।

শবনম, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা

বিটিভির ভূত

এতোদিন জানতাম ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য চিরতরে অস্ত যায়। কিন্তু চমকে উঠি ২৩ জুন বিটিভিতে বিকেল ৪টায় সংবাদ শিরোনাম শুনে। খবরে বলা হলো আজ ২৩ জুন, ১৯৫৭ সালের এই দিনে পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ডুবে যায়। আমাকে অবাক করে যে, দেশের জাতীয় প্রচার মাধ্যম বিটিভি কেমন করে এতো বড় একটা ভুল খবর পরিবেশন করে।

ইমতিয়াজ
কাঞ্চন বিরল, দিনাজপুর

যানবাহনে ধূমপান

ধূমপান স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর, 'ধূমপানে বিষপান' কথাগুলো সবাই জানে। এমনকি সিগারেটের প্যাকেটেও লেখা থাকে। কিন্তু জেনে শুনে সিংহভাগ লোক ধূমপান করছে এবং নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গাড়িতে বা বাসে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য বেশি ক্ষতিকর। অনেক দিন আগে বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সেই থেকে বাসে ধূমপান নিষেধ কথাটি লেখা থাকে। কিন্তু এ আইন আজ কেউই মেনে চলছে না। বর্তমানে আমাদের দেশে ধূমপান একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে গোটা তরুণ সমাজ আজ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন,

টোকাই

যানবাহনে ধূমপান বন্ধের আইন জারি এবং অধূমপায়ী জনগণকে সচেতনতার সঙ্গে প্রতিহত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
ইউনেস্কো ক্লাব, ফরিদাবাদ, ঢাকা

এমনই কপাল

'সবার বাবা ফিরা আইতাছে, আমার বাবা কেন ভাইসা ওঠে না'—পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহত পিতার লাশ প্রত্যাশী দুর্ভাগ্য এক কন্যার বিলাপকে শিরোনাম করে ২৪ ঘন্টা বিভাগের লেখাটি পড়ে বেদনাহত হতে হলো। সরকার আসে সরকার যায়, পাল্টায় না আমাদের ভাগ্য। প্রতি বছর কোনো না কোনো জায়গায় দুর্ঘটনাকবলিত হচ্ছে লঞ্চ, স্টিমার। সলিল সমাধি হচ্ছে শত শত মানুষ। খবরে প্রকাশ পায়, আমরা ভারাক্রান্ত হই। গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি। আবার ফাইলবন্দি হয় নিয়মানুযায়ী পার পেয়ে যায় অনভিজ্ঞ লঞ্চ চালক, হেলপার, পুরনো অচল লঞ্চ মালিকরা। আর এভাবেই কেটে যায় দিনের পর দিন। আবারও বর্ষা আসে, দুর্ঘটনায় পতিত হয় লঞ্চ, প্রাণ হারায় শত শত সাধারণ অতি নগণ্য (!) মানুষগুলো।

আবুল হাসান আবু
পশ্চিম হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম

ওদের প্রশিক্ষণ দরকার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা ও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। ফলে নেতা ও দলের কর্মীরা বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ ও তার বিশ্লেষণগুলো ভালোভাবে জেনে নিজ নিজ দলের রণকৌশল রচনা করেন। এবং গঠনমূলকভাবে দলকে সাধারণ জনগণের দল হিসেবে পরিচালনাসহ দলে গণতান্ত্রিক চর্চাসমূহ অব্যাহত রাখতে পারেন। বাংলাদেশে ২/১টি দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোনো ইনস্টিটিউট নেই। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রধান দুটো দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কল্লোল, স্বপ্না
ফুলবাগিচা, লালমোহন, ভোলা

সাংবাদিকের চাঁদাবাজি

ইদানীং ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কিছু সংখ্যক অনিয়মিত অপরাধ বিষয়ক পত্রিকার কার্ডধারী সাংবাদিকরা নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি করে আসছে। এদের অত্যাচারে ব্যবসায়ী মহল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই হলুদ সাংবাদিকতার জন্য দেশের অন্য পেশাধারী সাংবাদিকদের সম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং তাদের জন্য সাংবাদিকদের সম্মান হানি, লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হচ্ছে। আমার প্রশ্ন, এর কি কোনো প্রতিকার হবে না? আমরা সাংবাদিকদের সম্মান করি কিন্তু একজন সাংবাদিক নামধারী যখন চাঁদাবাজ হয় তখন তাকে সম্মান করা যায় না। এভাবে শহরের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকরা চাঁদাবাজি করছে। আমরা এর প্রতিকার চাই।

শ্রাবণ চৌধুরী
বাংলাবাজার, ঢাকা

নাগ বালা

২০০০-এর ৫ বর্ষ ৪ সংখ্যার (পাঠক ফোরামে) 'অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' শিরোনামে লেখাটি দেখার পর পরিচিতজনরা বলছেন, 'আপনার মত দেশের প্রতিটি মানুষ আজ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঘরে-বাইরে যেখানেই থাকেন, কখনো আপনি নিরাপদ অবস্থানে আছেন এটা বোধ করেন? খুন এখন এমন এক ছেলেখেলা হয়েছে যে, দিনে শত শত খুন হলেও স্বাভাবিক মনে হবে আমাদের কাছে। নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মতো কোনো রেখাপাত করবে না আমাদের মনে।' আমার মামী উম্মে বতুল রায়হানা, যিনি মিরপুরের সরকারি বাংলা কলেজে বোটানিতে অধ্যয়নরত। তার মুখে হতাশাভরা এ উচ্চারণ শুনে মনটা ভার হয়ে গেলো। আর এমন সময় বুয়েট ছাত্রী সনির রক্তে রঞ্জিত হলো বুয়েট ক্যাম্পাস। প্রতিদিন রাজধানীর প্রতিটি মানুষের ঘুম ভাঙে যেখানে তাজা রক্তের ঘ্রাণে, ঢাকার জল, স্থল ও বায়ুমন্ডল রক্তের ভারে ভারাক্রান্ত। তাই কবির ভাষায়ই ইতি টানতে হয়— গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠে করে জ্বালা— দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ, নাগ বালা।

ম. শওকত আলী
জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯

ক্ষতিপূরণ কে দেবে

১৯৯৭ সালের ১৪ জুন মাগুরছড়ায় মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল লিমিটেডের নিয়োগকৃত ঠিকাদার জার্মান কোম্পানির ডয়টেগের কূপ খননের সময় বিস্ফোরণের ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। যার ফলে পুরো গ্যাস ক্ষেত্রটিই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। বিশাল এ ক্ষতি সত্ত্বেও সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে নাই। ধুরন্ধর এই ইস্ট ইন্ডিয়ার নব্য ক্লাইভ কোম্পানি তড়িঘড়ি করে ১৯৯৮ সালে আমেরিকার আরেক কোম্পানি ইউনোকলকে সব দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে যায়। অক্সিডেন্টাল কোম্পানি সব দায়-দায়িত্ব নব্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোলুপ ব্যবসায়ী ইউনোকলকে বুঝিয়ে দেয়াতে, বর্তমানে সেই ক্ষতিপূরণ দেবার দায়িত্ব ইউনোকলের। সেই ইউনোকল কোম্পানি মান-সম্মানের মাথা খুইয়ে বর্তমান জোট সরকারকে দেশের উন্নয়নের জন্য গ্যাস ও তেল রপ্তানি করার পরামর্শ দিচ্ছে। সম্প্রতি পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মাগুরছড়ার অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে, ইউনোকলের চেয়ারম্যান জ্বালানি ও খনিজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পরবর্তীতে মন্ত্রীর নির্দেশে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ক্ষতিপূরণ চাওয়ার সে চিঠি প্রত্যাহার করে। বিগত ৫ বছর হতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এ ব্যাপারে আন্দোলন করে আসছে। মন্ত্রী মহোদয় কেন ক্ষতিপূরণের চিঠি প্রত্যাহার করলেন? মন্ত্রী মহোদয় কি বা তার জোটের ক্ষমতাসীন দল ঐ ক্ষতিপূরণ দেশকে দেবে?

চৌধুরী মুঃ মোস্তাকিম টিটু, চট্টগ্রাম

শুভঙ্করের ফাঁকি

গত ৬ জুন ২০০২-২০০৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, টেলিফোনের অভ্যন্তরীণ বিল ৪০ শতাংশ ও আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট বিল ৫০ শতাংশ আগেই কমানো হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো বলেননি কোন সালের কোন তারিখ থেকে এই কমানো মূল্য কার্যকর হবে। কারণ ২০০২ সালের এপ্রিল মাসের বিলও আগের নির্ধারিত মূল্যেই অর্থাৎ প্রতি ইউনিট ১.৭০ টাকা করেই ভ্যাট যোগ করে পরিশোধ করা হয়েছে। তাতে প্রতি ইউনিট প্রায় ২.০০ টাকা হিসেবে পরিশোধ করেছি। আমার প্রশ্ন, মন্ত্রী বলেন একরকম, আর বিল আসে বা আমরা দিই আর এরকম। ৪০ শতাংশ কমে আমরা কোন তারিখ থেকে বিল দিতে পারব তা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বা টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাই।

আখতারুল ইসলাম
মালিবাগ বাজার রোড, ঢাকা